# উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আরও বর্ষণের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল অবস্থান ও সম্ভাব্য ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টিতে ভিজছে বঙ্গভূমি। বৃষ্টি হচ্ছে মহানগরী কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। যার ফলে কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি। মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল অবস্থানের জন্য প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় আগামী কিছু দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জুন মাসে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল প্রবল, আর জুলাইয়ের শুরুতেও তেমন বৃষ্টি হয়নি। তবে, জুলাইয়ের শেষের বৃষ্টি অনেকটাই ঘাটতি মিটিয়েছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি এবং দুই ২৪ পরগনা, দার্জিলিং এবং কালিম্পং-জেলায়। আগামী শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে সেদিনও রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে।

## রিষড়া স্টেশনে কাটা হচ্ছে একাধিক গাছ, আশ্রয়হীন হয়েছে পাখিরা

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, ৩১ জুলাই ঃ যেখানে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদি মন কি বাত বলছেন কখনো গাছ কাটবে না গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও সেখানে রেল হাওড়া ডিভিশনে স্টেশনের উপর বড় বড় গাছ একের পর এক বৃক্ষ ছেদন করেছে। যে গাছের ছায়া সাধারণ মানুষকে অক্সিজেন দিত গাছের ছায়ায় যাত্রীরা বসতেন এবং পাখিরা সেই গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। একের পর এক বৃক্ষ ছেদন করছে রেল এটা প্রধানমন্ত্রীর একটু নজর দেওয়া উচিত দাবি করেছেন যাত্রীরা। পাখিদের কলরবেই সকাল থেকে বিকাল যেন প্রাণ পেত গোটা স্টেশন চত্বর। অফিস ফিরতে টাইমে হাজার হাজার মানুষের ক্লান্ত ভিড়টা যেন ওদের কিচরমিচিরেই নতুন করে অক্সিজেন পেত। শেষ সন্ধ্যাতেও যে ঘরে ফিরেছিল ওরা, সকালেই সে ঘর আর নেই! কাটা পড়েছে একের পর এক গাছ। আশ্রয়হীন হাজার হাজার পাখি। হতাশ চিত্তে কেউ ঘুরে বেড়াল পুরনো জায়গার আশপাশেই, কারও দেহ পড়ে রইল গাছের গোড়ায়। রিষড়া স্টেশনের অবস্থা দেখে সকাল থেকেই ভিড় বাড়ছে পরিবেশ থেকে পশুপ্রেমীদের। এ বিষয়ে এদিনই তাঁরা রিষড়া স্টেশনের স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলেও খবর। রিষড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে প্রাচীন বট, অশ্বত্থ গাছ কাটা শুরু হয়েছে বিগত কয়েকদিন ধরেই। এই গাছগুলিতেই দীর্ঘদিন থেকেই বাসা বেঁধে থাকত প্রচুর সামুকখোল,পানকৌরী,বক, কাক। কিন্তু, সেই গাছগুলিতে কোপ পড়তেই রাতারাতি ঘর ছাড়া অবলার দল। গাছের ডালে কোপ পড়তেই বাসা ভেঙে নিচে পড়ে যায় অনেক পাখি। অনেক বাসাতেই আবার ছিল সদ্য ডিম থেকে ফোটা পাখি, অনেক বাসাতে আবার সদ্য পাড়া ডিম। কিন্তু, রাতারাতি সব শেষ। বড়দের সঙ্গেই মৃত্যুর মুখে ঢোলে পড়ল উড়তে শেখেনি এমন অসংখ্য পাখিও। খবর পেয়ে রিষড়া স্টেশনে এসে অনেক পাখিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে পশুপ্রেমীরা। খবর যায় বন দফতরেও। আচমকা গাছ কাটায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পশু-পাখি প্রেমী থেকে পরিচিত এলাকার বাসিন্দা । তিনি বলছেন, প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে। প্রচুর পাখি মারা গিয়েছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এটার তদন্ত করতে। পরিবেশে তো গাছ, পশু-পাখি, মানুষ একসঙ্গে সবাই থাকলে তবেই ভারসাম্য রক্ষা হবে! ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রিষড়ার পরিবেশ কর্মীও। তিনি বলছেন, আমরা চাইছি রেল যেনম গাছ কেটেছে তেমনই এখানে আবার গাছ লাগাক। রিষড়ার রেলের আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু, সেগুলিতে নজর দেওয়া হচ্ছে না।

## মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে ৭৪টি পরিষেবা সকাল ৮টা থেকে পরিষেবা শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে পরিষেবার শুরু ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে আগামী ০৫০৮২০২৪ (সোমবার) তারিখ থেকে। এখন দৈনিক ৪৮ টি পরিষেবা এই লাইনে চলে। ওই দিন থেকে মোট ৭৪ টি পরিষেবা (৩৭ টি আপ ও ৩৭ টি ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। প্রতিদিনের এই বর্ধিত পরিষেবাগুলি পরীক্ষামূলকভিত্তিতে সোমবার থেকে শুক্রবার চালানো হবে। আগে অসাবধানতাবশত জানানো হয়েছিল যে শনিবারেও এই পরিষেবা চালানো হবে। প্রথম মেট্রো পরিষেবা কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু হবে সকাল ৯ টার বদলে সকাল ৮ টায়। আর দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবা এই দুই স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে বিকেল ৪৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়। প্রথম পরিষেবা-কবি সুভাষ থেকেঃসকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকেঃ সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়-শেষ পরিষেবা- কবি সুভাষ থেকে ঃ বিকেল ৪,৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায় । হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বিকেল ৪,৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায়।

## অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রী শ্রীবাস্তব

গোরখপুর ৩১ জুলাই ঃ ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার কক্ষ, গোরখপুরে, উত্তর-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তব, ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ অবসর নিয়েছেন, চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, মিস্টার চন্দ্রাপ ডেপুটি চিফ অপারেটিং ম্যানেজারনির্মাণ শ্রী রাজীব শেঠ, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী নির্মাণ জনাব জয় নারায়ণ, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীহেডকোয়ার্টার শ্রী দিলীপ কুমার, সরকারী ভাষা অফিসার মোহাম্মদ আরসাদ মির্জাকে স্বর্ণের প্লেটেড মেডেল, সমাপনী পরিমাণ ফর্ম দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এবং পরিষেবা শংসাপত্র। শ্রী শ্রীবাস্তব এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই ক্রমানুসারে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের চিফ পার্সোনেল অফিসারপ্রশাসন, জনাব অবধেশ কুমার ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ অবসর নেওয়া ২৪ জন নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীকে গোল্ড প্লেটেড মেডেল এবং বন্দোবস্তের পরিমাণের ফর্ম প্রদান করেন, একটি সভা কক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। ৩১শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট। এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট প্রদান করে সম্মানিত। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশে চিফ পার্সোনেল অফিসারপ্রশাসন শ্রী অবধেশ কুমার বলেন, আপনারা সবাই আপনাদের জীবনের দীর্ঘ সময় রেলকে দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতেও আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে থাকব। যখনই আপনার কোন সমস্যা হবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এই উপলক্ষ্যে ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার, হেডকোয়ার্টার শ্রী বি.কে দ্বিবেদী, সহকারী পার্সোনেল অফিসারলিকুইডেটর শ্রী প্রমোদ কুমার ভারতী, পার্সোনেল এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের উর্ধ্বতন আধিকারিক, কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া হিসাব বিভাগের আইটি সেন্টারে অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে, প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা জনাব সঞ্জীব জৈন অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০২ নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীদের সমাপনী পরিমাণ ফর্ম, পরিষেবা শংসাপত্র এবং স্বর্ণের প্লেটেড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে সহকারী অর্থ উপদেষ্টাসি.টি. শ্রী নরেন্দ্র শেখর এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

# নিত্য যাত্রীদের অবরোধের জেরে বন্ধ ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদহ লোকাল

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ৩১ জুলাই ঃ প্রায় সময় অফিসে গিয়ে শুনতে হচ্ছে বসের বকাবকা এমনকি কর্মক্ষেত্রে গিয়েও কর্মচারীদের শুনতে হচ্ছে নানান কটু কথা। প্রত্যেকদিন তো একই অজুহাত দেয়া যায় না যে ট্রেন দেরিতে এসেছে। একই অজু হাতও কেউ বিশ্বাস করবেনা। কিন্তু সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়ই স্বাভাবিকের থেকে ৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট ট্রেন দেরিতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে সমস্যার মধ্যে পড়ছে নিত্যযাত্রীরা। রেল প্রশাসনকে জানিও কোনরকম কাজ হয়নি এবার বাধ্য হয়েই সপ্তাহের তৃতীয় দিনে কার্যত তালা থেকে রেল অবরোধে নেমে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। এর ফলে বুধবার তালা থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লোকাল ভোর থেকেই বন্ধ। অবরোধের জেরে কার্যত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ডায়মন্ডহারবার রেলস্টেশনে নিত্যযাত্রীরা রেল অবরোধে সামিল হন। অবরোধকারীদের দাবি নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলাচল যেন করে। মূলত অবরোধকারীরা জানান যে এই অবরোধ কর্মসূচি বারোটা পর্যন্ত চলবে। এই অবরোধের কথা শুনে ঘটনাস্থলে আছে রেলের আধিকারিকেরা রেলের আধিকারিকদের সাথে বেশ কয়েক দফা কথা হয়. অবরোধকারীদের। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনর থাকে অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের দাবি যে সঠিক টাইমে চলুক ট্রেন।এর দু'দিন আগেই ডায়মন্ড হারবার লোকালে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। যার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যাত্রীরা। সেই ঘটনাটি ঘটেছিল সুভাষগ্রাম স্টেশনে। দেখা যায়, কামরার নীচে চাকার কাছে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। পরে অবশ্য সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সেই ট্রেনটি ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। জানা যায়, গত ২৮ জুলাই আপ ডায়মন্ডস হারবার লোকল তখন সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢুকছিল। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাই ট্রেনের নীচে ফুলকি দেখতে পান। এরপর তাঁরা বেরোতে দেখা যায়। এর জেরে যাত্রীরা স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ট্রেনে থাকা যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের আধিকারিক এং কর্মীরা।

## ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ড্রেনে ছাড়া হবে সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই ঃ ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ড্রেনে ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ। মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকালে পুরসভার তরফ থেকে প্রথম দফায় প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কর্মীদের হাতে। এরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের জমা জলে ও ড্রেনে এই গাপ্পি মাছ ছাড়ার কাজ করবেন। বুধবার সকালে পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার, অন্যান্য কর্মকর্তারা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরাও। ডা ঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, গাপ্পি মাছ ছা। আমরা প্রতি বছরই করি। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সুডা) পক্ষ থেকে গাপ্পি মাছ দেওয়া হয়। ডেঙ্গু মরসুমের শুরুর দিকে এবং মাঝখানে এই গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ গোটা হাওড়ায় ছাড়া হবে। সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় দফায় গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে নেয়। মূলত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এটা আমাদের রুটিন কাজ। কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুর সচিব সহ আধিকারিকদের সামনে এই কাজ করা হলো। আগের বারে এই সময় যে ডেঙ্গু কেস ছিল এখনো পর্যন্ত এবারের ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আমাদের থেমে থাকার জায়গা নেই। কারণ এই সময়েই ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই কারণে ডেঙ্গুর ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা কাজ করছে। এর পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতা পেলে আরো ভালো কাজ করা সম্ভব হবে।

# বেপরোয়া যান চলাচলে মৃত্যু ঘটলো হেলমেটবিহীন দুই যুবকের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ জুলাই ঃ বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলেছে কলকাতা শহরতলির বিভিন্ন এলাকায়। সেফ ড্রাইফ সেফ লাইফের ওপর পুলিশ যতই জোর দিক না কেন সচেতনতার অভাব থেকেই যাচ্ছে। তাইতো আবারো হেলমেট না পরেইবেপরোয়া বাইক চালানোয় ঘটলো মর্মান্তিকপরিণতি। এবার নরেন্দ্রপুরে মৃত্যু হল দুই যুবকের। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুই যুবকের নাম বিশাল মাহাত ও কুষাণ মণ্ডল। দু'জনেরই বয়স ১৮ বছর। এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার কালিবাজার সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,বেপরোয়া ভাবে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় মোহন বাটার সামনে একটি কালী মন্দিরের পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় চালক সহ আর ও এক জন। গুরুতর আহত হয় দুজনই। তাঁদেরকে দ্রুত এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের কারোর মাথায় কোনো হেলমেট ছিল না। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওরা যেভাবে বেপরোয়া গতিতে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছিল। চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে ওই দুই যুবক কে উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা হয় নি। তবে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীর সংখ্যা বেড়ে চলায় পথ দুর্ঘটনার হার বাড়ছে বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। পুলিশের তৎপরদারি আরও বাড়ানো উচিত বলে মতপ্রকাশ সাধারণ মানুষের।

## চোখের সামনে থেকে বাবাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে কুমিরের সাথে লড়াই কিশোরের

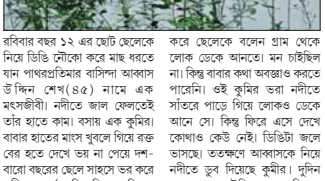

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ নদীতে মাছ ধরার সময় বাবাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুমির। পিছন থেকে সেই দৃশ্য দেখে আর এক দন্ড স্থির থাকতে পারেনি কিশোর ছেলে। সাহস সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবাকে বাঁচাতে। বাবার হাত টেনে ধরা কুমিরের চোয়াল ঠেলে দাঁতের পাটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে! কিন্তু শেষপর্যন্ত জল-দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে আর পেরে ওঠেনি ওই কিশোর। চোখের সামনে থেকে বাবাকে টেনে নিয়ে চলে যায় কুমির। ঘটনার দুদিন পর নদীতে ভেসে উঠল সেই মৎস্যজীবী বাবার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে একদিকে যেমন শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রাম জুড়ে অন্যদিকে এলাকার মানুষজনের মুখে মুখে ফিরছে কিশোরের সাহসী পদক্ষেপের কথাও। আর ছেলে ভুলতেই পারছে না বাবার এহেন মৃত্যুর কথা।

রবিবার বছর ১২ এর ছোট ছেলেকে নিয়ে ডিঙি নৌকো করে মাছ ধরতে যান পাথরপ্রতিমার বাসিন্দা আব্বাস উদ্দিন শেখ(৪৫) নামে এক মৎসজীবী। নদীতে জাল ফেলতেই তাঁর হাতে কাম। বসায় এক কুমির। বাবার হাতের মাংস খুবলে গিয়ে রক্ত বের হতে দেখে ভয় না পেয়ে দশ-বারো বছরের ছেলে সাহসে ভর করে শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে কুমিরের মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তার চোয়াল টেনে ধরে বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কুমিরের শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না এতটুকু ছেলে তা বুঝেছিলেন আব্বাস। তিনি চিৎকার করে ছেলেকে বলেন গ্রাম থেকে লোক ডেকে আনতে। মন চাইছিল না। কিন্তু বাবার কথা অবজ্ঞাও করতে পারেনি। ওই কুমির ভরা নদীতে বেয়ে পাড়ে গিয়ে লোকও ডেকে আনে সে। কিন্তু ফিরে এসে দেখে কোথাও কেউ নেই। ডিঙিটা জলে ভাসছে। ততক্ষণে আব্বাসকে নিয়ে নদীতে ডুব দিয়েছে কুমীর। দুদিন পর আব্বাস উদ্দিনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ভেসে ওঠে নদীতে। চোখের সামনে বাবার এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না ওই কিশোর। এই ঘটনায় গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে শোকের পরিবেশ।

## বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসইআর

কলকাতা, ৩১শে জুলাই ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে একমুখী বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০২৭৬৮ সাঁতরাগাছি-হুজুর সাহেব নান্দেড বিশেষ ০২৭৬৮ সাঁতরাগাছি-হুজুর সাহেব নান্দেদ ওয়ান ওয়ে স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে ০১.০৮.২০২৪ তারিখে ০০.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৬.৩০ টায় হুজুর সাহেব নান্দেদে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে খড়গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর, রৌরকেলা এবং ঝাড়সুগুদায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০২৯০৬ শালিমার-ওখা বিশেষ ০২৯০৬ শালিমার-ওখা ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ০১.০৮.২০২৪ তারিখে ০৫.০০ টায় শালিমার ছেড়ে যাবে এবং ০৪.০০ ঘটিকায়, তৃতীয় দিন (০৩.০৮.২০২৪) ওখা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে সাঁতরাগাছি, খড়গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর, রাউরকেলা এবং ঝাড়সুগুদায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে।

## বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃক্ষরোপণ

নবগরাকপুর, ৩১ জুলাই ঃ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বুধবার সকালে লেনিনগড় ডি ব্লকের কবর খোলা মাঠে শতাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। প্রধান দীপা পাইক জানান অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতায় পঞ্চায়েত এলাকায় দু হাজার চারাগাছ রোপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে লেনিনগড় ডি ব্লকের মাঠে সেগুন, মেহগনী, অর্জুন, বকুল, নিম, আমলকি, সহ নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ রোপন করা হল। পাশাপাশি এলাকায় কিছু যুবক দের বৃক্ষদান ও করা হয়। বৃহস্পতিবার যুগবেড়িয়া বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে চারাগাছ বিলি করা হবে।

## তারাতলা, সখেরবাজার বুকিং কাউন্টার চালু করবে না মেট্রো

কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে ০১.০৮.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) থেকে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু করতে চলেছে। এই পাইলট প্রকল্পের জন্য তিনটি স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলি হল তারাতলা, পার্পল লাইনের সখেরবাজার মেট্রো স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের কবি সুকান্ত স্টেশন। তারাতলা স্টেশনে গড় দৈনিক যাত্রী সংখ্যা মাত্র ৭০ যখন ২২০ জন যাত্রী কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশন ব্যবহার করেন। সখেরবাজার স্টেশনে গিয়ে দেখা গেছে প্রায় ৫৫ জন যাত্রী এই স্টেশন ব্যবহার করছেন। যেহেতু যাত্রী সংখ্যা খুবই কম, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ০১.০৮.২০২৪ থেকে এই তিনটি স্টেশনকে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন হিসাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্টেশনগুলিতে আগামীকাল থেকে টোকেন, নতুন স্মার্ট কার্ড বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য কোনও বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে না এবং কোনও বুকিং কর্মী উপস্থিত থাকবে না। পরিবর্তে, যাত্রীরা স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, পেপার কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কিনবেন। তারা এই মেশিনগুলি থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারে। এজন্য এসব স্টেশনে ইতোমধ্যে ASCRM মেশিন বসানো হয়েছে। এই তিনটি স্টেশনের প্রতিটিতে, আমাদের যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি ASCRM মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই ব্যবহারকারী-বান্ধব ASCRM মেশিনগুলি কলকাতা মেট্রোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চলেছে। যাত্রীরা এই ASCRM-এ UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমও বেছে নিতে পারেন। আশা করা যায় যে এই সিস্টেমটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের ভারা স্বাগত জানাবে এবং সময়ের সাথে সাথে এটি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠবে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করবে এবং আগামী দিনে প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করবে। ৬ মাস পর, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কলকাতা মেট্রো এই নতুন উদ্যোগকে সফল করতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

# এখনও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্রী

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ৩১ জুলাই ঃ প্রায় কুড়ি দিন কেটে গিয়েছে। এখনও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্রী। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গত ১০ জুলাই টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই দিন স্কুল থেকে ফেরার পর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টিউশন পড়তে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়। নিখোঁজ হওয়ার দিনই ডানকুনি থানায় অভিযোগ জানায় দুই ছাত্রীর পরিবার। প্রায় কুড়ি দিনের হয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রীর। পুলিশ জানিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জলঘোলা। বুধবার নিখোঁজ দুই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। দুই ছাত্রী পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। বিজেপির নেত্রী তথা ডানকুনি পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার মীনা কুমারী পাসওয়ান বলেন, এরাজ্যে নারী নির্যাতন এবং নারী পাচারের মত ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করব, যাতে মেয়ে দুটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়। অন্যদিকে বিজেপির মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন, ডানকুনি পৌরসভার ভইস চেয়ারম্যান তথা ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ রাহা। তিনি বলেন, পুলিশ এই ঘটনায় তপরতার সঙ্গে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বিজেপিকে বলবো ওরা নিজের চরকায় তেল দিক, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলারা কতটা নিরাপদে থাকে সেদিকে নজর দিক।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

তারাতলা, সখের বাজার ও কবি সুকান্ত স্টেশনসমূহে
টিকেটিং ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন

টোকেন ও স্মার্ট কার্ড ০১.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুধুমাত্র এএসসিআরএম সমূহের মাধ্যমে ইস্যু/রিচার্জ করা যাবে তারাতলা, সখেরবাজার (পার্পল লাইন) এবং কবি সুকান্